দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..25 JUN 2008 ...

পৃষ্ঠা . ১ . কলাম . ৭

বিসিএস প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠিত হচ্ছে, সার সংক্ষেপ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে

গঠিত হলে প্রাইমারী শিক্ষার মান বাড়বে

কবির আহমেদ খান/মহিউদ্দিন আহমেদ॥ *দেশের ৮৩ হাজার সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তিন লক্ষাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য 'বিসিএস প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারী প্রায় ১১ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ৮ লাখের জন্য ২৯টি ক্যাডার বিদ্যমান থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ক্যাডার না থাকায় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হলে ক্যাডারের*

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বিসিএস প্রাথমিক

(প্রথম পাতার পর)

সংখ্যা দাঁড়াবে ৩০ এর কোঠায়।

বিসিএস প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনের সারসংক্ষেপ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের আগামী বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সম্প্রতি সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, দীর্ঘদিন থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই এই ক্যাডার গঠন করা হবে। উপদেষ্টা আরও বলেন, অন্যান্য ক্যাডারের লোক দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ চালানো হচ্ছে। এতে পেশাদারিত্ব নষ্ট হচ্ছে। এই ক্যাডার গঠন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিঃসন্দেহে বাড়বে।

জানা যায়, উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা অফিসারের অধীনে ৫ থেকে ১০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাসহ ৫শ' থেকে ১২শ' শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। এই সংখ্যা একটি উপজেলার মোট সরকারী জনবলের ৫০ ভাগেরও বেশি। কিন্তু উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি ১ম শ্রেণীর না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষায় প্রত্যাশিত গতিশীলতা আসেনি। এমতাবস্থায় উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদটি ক্যাডারভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে জোর দাবি ওঠে। এই বাস্তবতায় দীর্ঘদিন থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্যাডার গঠনের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য তা হচ্ছে না। ফলে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারছে না বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য ১৯৯২ সালে গঠিত টাস্কফোর্স প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পৃথক ক্যাডার গঠনের সুপারিশ করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় পরিকল্পনাতেও 'বিসিএস (প্রাথমিক শিক্ষা) ক্যাডার' গঠনের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-২ বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই ক্যাডার গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু এর পর প্রায় আড়াই বছর কেটে গেলেও এই ক্যাডার গঠন করা হয়নি।

২০০৬ সালের ৭ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠন সংক্রান্ত সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে, বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক থেকে শিক্ষা অফিসার ও সমমানের পদসহ ছয় ধরনের পদ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের দু'ধরনের পদ, পিটিআই'র সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারী সুপারিনটেনডেন্টের দু'ধরনের পদসহ সর্বমোট ১০ ধরনের ২শ' ৫৭টি পদ বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার পদ হিসাবে বিদ্যমান আছে। এছাড়া অতিরিক্ত মহাপরিচালক (নতুনভাবে বৃদ্ধি সাপেক্ষে) সিস্টেম এ্যানালিস্ট, প্রোগ্রামার, প্রকিউরমেন্ট এ্যান্ড সাপ্লাই অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি'র ইন্সট্রাক্টর, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এবং স্টোর কর্মকর্তার মোট ১০ ধরনের পদ বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার বহির্ভূত পদ। এ অবস্থায় উল্লিখিত ২০ ধরনের পদ নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিএস (প্রাথমিক শিক্ষা) ক্যাডার গঠন করা প্রয়োজন। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত অধিকাংশ কর্মকর্তা বদলি বা প্রেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত থাকায় তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ক্যাডারের প্রশিক্ষণলব্ধ ও অর্জিত জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ করার পর্যাপ্ত সুযোগ পান না। অধিকাংশ প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার পর তাঁদের নিজ ক্যাডারের পদে প্রত্যাবর্তনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার কোন সুফল বা প্রতিফলন পাওয়া যায় না।

এতে আরও বলা হয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনবল সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত। এ জনবলকে অধিকতর গতিশীল, দক্ষতা ও নিবিড়ভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, প্রতিশ্রুতিশীল, উদ্যমী ও প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অভিজ্ঞ ও স্থায়ী ক্যাডার কর্মকর্তা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ বিশাল জনবলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠন তাই যুক্তিযুক্ত। প্রস্তাবিত ক্যাডার গঠনে সরকারের মাত্র বছরে আনুমানিক ১ কোটি ২১ লাখ টাকা অর্থাৎ বর্তমান ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ৪ দশমিক ১৯ ভাগ অতিরিক্ত ব্যয় হবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৬ সালের ৭ জুন প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনের সারসংক্ষেপ দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেও তা অজানা কারণে বাস্তবায়িত হয়নি।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেই বিষয়টির ওপর দৃষ্টি দেয়। গত ২২ এপ্রিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক খন্দকার মো. আসাদুজ্জামান প্রধান উপদেষ্টার কাছে একটি সারসংক্ষেপ পাঠান। এতে বলা হয়, একটি পৃথক ক্যাডার ও ক্যারিয়ার না থাকার কারণে উচ্চশিক্ষিত প্রতিভাবান চৌকস ব্যক্তিবর্গ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন না। তাঁদের অধিকাংশই যে পদে চাকরি শুরু করেন, সেই পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করে থাকেন। ফলে তাঁরা সর্বদাই হতাশাগ্রস্ত থাকেন। সব সময় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের ভেতর নেতিবাচক মনোভাব বিরাজ করে। এ কারণে নিম্ন পদে যোগদানকারী উচ্চ মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

সারসংক্ষেপে এই ক্যাডার গঠনের ইতিবাচক নানা দিক প্রধান উপদেষ্টার কাছে তুলে ধরা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, যুগের বিবর্তনে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এবং নতুন প্রযুক্তি বিকাশের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র বিশ্বে সাম্প্রতিককালে একটি টেকনিক্যাল বিষয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার টেকনিক্যালিটি বিবেচনা করলে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সদাসম্পৃক্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ একটি জনবল সৃষ্টি করা আবশ্যক। এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি পৃথক ক্যাডার সৃষ্টি প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করবে। প্রাথমিক শিক্ষার বিশাল কর্মপরিধি ও জনবলের বিস্তৃতি এবং ভবিষ্যত সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় অনেক বেশি। পৃথকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠিত হলে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষিত প্রতিভাবান কর্মকর্তা এ সেক্টরে যোগদানের জন্য উৎসাহিত হবেন। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

একজন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এর পক্ষে মত দিয়ে বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোগত উন্নয়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধি ও জনবলকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র ও সুসংহত প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টি প্রয়োজন। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিজ্ঞ, দক্ষ জনশক্তির বিকল্প নেই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার মতে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল তখন প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কতিপয় পদকে ক্যাডারের পদ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এগুলো সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের পদ হিসাবে চিহ্নিত। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ পদগুলো শিক্ষা ক্যাডারে থাকার আর কোন যুক্তি থাকে না। বর্তমানে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই-এর ইন্সট্রাক্টর পদে যাঁরা যোগদান করছেন তাঁদের ধরে রাখতে হলে এবং এ সার্ভিসের উন্নয়ন করতে চাইলে অবশ্যই এ দু'টি পদকে ক্যাডার সার্ভিসের এন্ট্রি পদ হিসাবে চিহ্নিত করে ক্যাডার গঠন করতে হবে।